রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

বাণী

১২ চৈত্র ১৪২৪
২৬ মার্চ ২০১৮

বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষায়িত ইউনিট র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)-এর চতুর্দশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এই দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিজেদের জীবন উৎসর্গকারী র‍্যাবের অকুতোভয় দেশপ্রেমিক সদস্যদের। আমি তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

অদম্য সাহসিকতা, আত্মপ্রত্যয় ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ এলিট ফোর্স র‍্যাবের সদস্যগণের পেশাগত দক্ষতা ও দৃঢ় মনোভাব দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। চিহ্নিত সন্ত্রাসী, জঙ্গি ও চরমপন্থী দমনসহ অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার, জলদস্যু ও বনদস্যু দমন, মানবপাচার প্রতিরোধ, অবৈধ ভিওআইপি সরঞ্জাম উদ্ধার, মাদকের অপব্যবহার ও বিস্তার রোধ এবং ভেজাল বিরোধী অভিযানসহ সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নের মাধ্যমে র‍্যাব জনগণের আস্থা ও ভালবাসা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। দেশের জনগণের নিরাপত্তা বিধান ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় এ বাহিনীর সদস্যদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা প্রশংসার দাবিদার।

বর্তমান সরকার র‍্যাবের আধুনিকায়নে ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। আমি আশা করি, এ সকল পদক্ষেপ র‍্যাবের দক্ষতা ও সক্ষমতা আরো বৃদ্ধি করবে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে র‍্যাবের সদস্যগণ দেশপ্রেম, সততা, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সর্বোচ্চ প্রয়োগ ঘটিয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাসহ দেশের সার্বিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখবে-এটাই দেশবাসীর প্রত্যাশা।

আমি র‍্যাবের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

র‍্যাবের গৌরবময় সাফল্যের রূপকথা

কর্নেল মোঃ আনোয়ার লতিফ খান, বিপিএম, পিএসসি

অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস্), র‍্যাব ফোর্সেস

ভূমিকাঃ মানব সভ্যতার আত্মবিকাশের পর সময়ের পরিবর্তনে ও পরিবর্তিত বিশ্বপরিস্থিতি এবং প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের কারণে দেশে-বিদেশে অপরাধের ধরনে এসেছে আমূল পরিবর্তন। অপরাধের বহুমাত্রিক হিংস্র থাবায় বিশ্বব্যাপী আপামর জনসাধারণকে ক্ষত বিক্ষত ও উদ্বিগ্ন করেছে। বিশেষ করে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেরও উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টির প্রয়াস নিয়েছিল। দেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশ্বে প্রতিটি দেশের জনগণ এবং সম্পদের নিরাপত্তায় বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাদের নিজস্ব কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে।

পটভূমিঃ হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে অর্জিত লাখো শহীদের রক্তে ভেজা আমাদের এই স্বাধীন বাংলাদেশ। সমৃদ্ধির পথে ধীরে ধীরে অগ্রসরমাণ আমাদের জাতি যখন উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করতে যাচ্ছে ঠিক তখনই কিছু পথভ্রষ্ট দুষ্টচক্রের কালো থাবায় জাতির এই অগ্রযাত্রা স্তিমিত হয়ে পড়ে। ক্রমান্বয়ে দেশে হত্যা, অপহরণ, চাঁদাবাজি, জঙ্গিবাদের উত্থান, মাদকের অপব্যবহারের মাধ্যমে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে থাকে। অপরাধীদের মোকাবেলায় প্রয়োজন হয় বিশেষ কোন ব্যবস্থা যার মাধ্যমে চিরতরে তাদের মূলোৎপাটিত হবে। আর এ প্রয়োজনীয়তা থেকেই বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় বিশ্বমানের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন বাহিনী র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)।

গঠনঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষায়িত বাহিনী হিসেবে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৯ সংশোধন করে 'দি আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নস (সংশোধিত) অ্যাক্ট ২০০৩, অনুসারে ২০০৪ সালে গঠন করা হয় এলিট ফোর্স র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)। শান্তি ও সম্প্রীতির স্বপ্নে ঘেরা নতুন এক বাংলাদেশের অন্বেষায় শুরু হয় সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), কোস্টগার্ড, বাংলাদেশ পুলিশ, আনসার ও বাংলাদেশ সরকারের বেসামরিক প্রশাসনের বাছাইকৃত চৌকস কর্মকর্তা ও অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে গঠিত নতুন এই বিশেষ বাহিনীর পথচলা।

র‍্যাবের গৌরবদীপ্ত সাফল্য ঃ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অদ্যাবধি র‍্যাব আপামর জনগণের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। র‍্যাব কর্তৃক গৃহীত কার্যকর এই বহুমুখী পদক্ষেপের ফলে দেশে বর্তমানে যেমন আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে, তেমনি স্থিতিশীলতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। র‍্যাব কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ এবং অর্জিত সাফল্যের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

ধর্মীয় জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস নির্মূলে র‍্যাবের ভূমিকাঃ বর্তমান বিশ্বে জঙ্গিবাদ একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। ৯০ এর দশক থেকে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ এর গোড়াপত্তন হয়। পবিত্র ইসলাম ধর্মের মূলধারা, কোরআন ও হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা থেকে বিচ্যুত হয়ে উগ্র জঙ্গিবাদের উদ্ভব ঘটে। এই জঙ্গিবাদ মদদপুষ্টরা দেশে সাম্প্রদায়িকতা, সহিংসতা, অরাজকতা ও নাশকাতমূলক কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটিয়ে একটি অস্থিতিশীল ও নিরাপত্তাহীন পরিস্থিতি তৈরীর প্রয়াস নিয়েছিল। এ পরিস্থিতিতে র‍্যাব জঙ্গি দমনে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে যা সর্বমহলে সমাদৃত হয়েছে। প্রতিষ্ঠা পরবর্তী র‍্যাব বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনগুলোর শীর্ষস্থানীয় নেতাসহ ১৬২৩ জন জঙ্গি গ্রেফতার করেছে। বিগত সময়ের জঙ্গিদমনের সাফল্যের ধারা অব্যাহত রেখে র‍্যাব বর্তমান সময়েও নিরবচ্ছিন্ন অভিযানের মাধ্যমে জঙ্গি সংগঠনের শীর্ষ পর্যায়ের নেতাসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জঙ্গি সদস্য'কে গ্রেফতার করে আইনের আওতায় এনে তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করেছে বিপুল পরিমাণ অবৈধ অস্ত্র, বোমা ও বিস্ফোরক দ্রব্য। বিগত ২০১৬ সালে হলি আর্টিজান রেস্তোরার প্রাথমিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও মূল অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণ এবং পরবর্তীতে সাভারের আশুলিয়া, মিরপুরের দারুস সালাম, তেজগাঁও, চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রত্যন্ত চরাঞ্চলে, ঝিনাইদহ এবং সিলেটের আতিয়া মহলে সেনা অভিযান পরবর্তী উদ্ধার অভিযানে র‍্যাবের পেশাদারিত্ব দক্ষতা ও সাহসিকতা সর্বমহলে প্রসংসিত হয়েছে। হলি আর্টিজান ঘটনা পরবর্তী র‍্যাব বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের ৪৪৩ জন সদস্যদের গ্রেফতার করেছে। ফলে সাম্প্রতিক সময়ে র‍্যাবের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বগুড়া, রংপুর, কুষ্টিয়াতে আত্মসমর্পণ করে ৭ জন বিপথগামী তরুণ। আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হয়ে নিজেকে সমাজে সু-প্রতিষ্ঠিত করতে র‍্যাব তাদের প্রত্যেককে ৫ লক্ষ টাকা করে অনুদান প্রদান করে। এছাড়াও সাধারণ মানুষকে জঙ্গি বিরোধী অভিযানে সম্পৃক্ত করতে হলি আর্টিজান হামলার ১১ দিনের মধ্যেই "রিপোর্ট টু র‍্যাব" নামের একটি মোবাইল এ্যাপস চালু করে র‍্যাব। জঙ্গি দমনে র‍্যাব সাধারণ মানুষের মধ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে "কতিপয় বিষয়ে জঙ্গিবাদিদের অপব্যাখ্যা এবং পবিত্র কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াত ও হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা" শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশ করেছে। জঙ্গিবাদ বিরোধী প্রচারণার অংশ হিসেবে লক্ষ লক্ষ লিফলেট প্রচার, বিলবোর্ড ছাপনের মাধ্যমে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে নানা তৎপরতা চালিয়ে আসছে র‍্যাব। র‍্যাবের এই নিরন্তর অভিযান ও প্রচারণামূলক কার্যক্রমের ফলে জঙ্গি সংগঠন সমূহের সাংগঠনিক কাঠামো যেমন দুর্বল হয়ে পড়েছে তেমনি জঙ্গি তৎপরতা এখন নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে। র‍্যাবের এই সাফল্য দেশে ও বর্হিবিশ্বে সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে।

সুন্দরবন এলাকায় জলদস্যু/বনদস্যু দমন ও পুনর্বাসনঃ সুন্দরবন ও তৎসংলগ্ন এলাকায় জলদস্যু ও বন দস্যুদের আক্রমণের শিকার সুন্দরবন অঞ্চলের নিরীহ মৎস্য, কাঠ ও মধু সংগ্রহকারী দরিদ্র জনগোষ্ঠী। সুন্দরবন ও সমুদ্র সংলগ্ন উপকূলীয় অঞ্চলে বিভিন্ন সন্ত্রাসী বাহিনী ডাকাতি, খুন, চাঁদাবাজি, অপহরণসহ নানা ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড করে থাকে, সেসব এলাকায় র‍্যাবের সাড়াশি অভিযানের ফলে উক্ত অঞ্চলে বনদস্যু ও জলদস্যুর অপতৎপরতা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে তেমনি ধীরে ধীরে জনমনে শান্তির পরশ বিস্তার লাভ করছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অদ্যাবধি ২১২টি সাফল্যজনক অভিযানে ৪৫৪ জন জলদস্যু/বনদস্যু গ্রেফতার, ১৫০৭টি অস্ত্র, ৩২,০৪৬ রাউন্ড গোলাবারুদ এবং ১৬৬টি অন্যান্য অস্ত্র উদ্ধার করছে র‍্যাব। ২০১৫ সালে র‍্যাবের বনদস্যু/জলদস্যু বিরোধী সাড়াশি অভিযানের পাশাপাশি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার আহ্বানে সাড়া দিয়ে এ পর্যন্ত ২০টি বাহিনীর ২১৭ জন জলদস্যু/বনদস্যু আত্মসমর্পণ করেছে। আত্মসমর্পণকৃত জলদস্যু/বনদস্যুদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক তাদের প্রত্যেককে ১ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান আত্মসমর্পণকারী জলদস্যুদের স্বাবলম্বী করতে এক অনন্য ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও এক্সিম ব্যাংক এর পক্ষ হতে ৫০,০০০/- টাকা, র‍্যাবের পক্ষ হতে ২০,০০০/- টাকা, ০১ টি করে মোবাইল সেট ও অন্যান্য উপহার সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। জলদস্যু ও বনদস্যুদের দৌরাত্ম্য কমে যাওয়ার ফলে উক্ত এলাকায় বর্তমানে একটি স্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

মাদক নির্মূল/মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও পাচাররোধে র‍্যাবের ভূমিকা ঃ
নেশাগ্রস্ত ও মাদকাসক্ত ব্যক্তি শুধু নিজেদের জীবনই ধ্বংস করে না; বরং পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বিপর্যয় নিয়ে আসে। মাদকাসক্ততায় নৈতিকতার অবক্ষয় সৃষ্টি করে আইনশৃঙ্খলারও ভারসাম্য বিনষ্ট করে। মাদক মানুষকে চিত্তবিভ্রম, অস্থির ও উচ্ছৃঙ্খল করে তোলে। ইভটিজিং, নারী নির্যাতন ও নরহত্যার মতো অপরাধগুলোর বেশির ভাগই মাদকাসক্তির কুফল হিসেবে চিহ্নিত। এছাড়াও যানবাহন দুর্ঘটনা বেশির ভাগ মাদকাসক্ত চালকদের কারণেই ঘটে থাকে। দেশের ভবিষ্যৎ বংশধর, জাতির আশা ও আকাঙ্খার উজ্জ্বল প্রদীপ তরুণ-তরুণীরা বিভিন্ন মাদকদ্রব্যের ভয়াল দংশনে যখন র্জজরিত হচ্ছিল ঠিক সেই মুহূর্তেই র‍্যাব কঠোর হস্তে মাদক নির্মূলে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে গঠিত ত্রিমাত্রিক এই এলিট ফোর্স দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শুরু করে দুর্গম পাহাড়ী এলাকা ও গভীর অরণ্যসহ উত্তাল সমুদ্র/জলপথেও মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে প্রশংসিত হয়েছে। ফলে কর্মোদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত র‍্যাবের চৌকস সদস্যদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় অদ্যাবধি মাদক সংক্রান্ত অপরাধে ৬৮,৩৫৭ জন অপরাধীকে গ্রেফতার পূর্বক আইনের আওতায় আনতে সক্ষম হয়েছে এবং তাদের কাছ থেকে হেরোইন ৫০১.৮৪১ কেজি, ফেন্সিডিল ৩০,৭৫,৩৯৮ বোতল, ইয়াবা ট্যাবলেট ২,৫৪,৩৯,৯৪৬ পিছ, বিদেশী মদ ১,৬৬,৩৮৫ বোতল, দেশী মদ ৪৩,১৫,৪৬৮ লিটার, গাঁজা ৭৬,১৭৪ কেজি, বিয়ার ৩,৮৬,৫২৭ ক্যান, কোকেন ২৯.৭৯৯ কেজি, আফিম ৩৩,৭৭৯ কেজি, ভায়াগ্রা ট্যাবলেট ৭৬,৫৮,৯৪৪টি, আইসপিল ট্যাবলেট ৫,০৯২টি, নেশা জাতীয় ইনজেকশন ৩,৯৬,৯৪৫টি, সেনেগ্রা ট্যাবলেট ২,৮০,৬০৯ টি উদ্ধার পূর্বক পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধারে র‍্যাবের ভূমিকাঃ অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার র‍্যাবের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। তাই প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে র‍্যাব অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধারে সচেষ্ট ছিল। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে এ পর্যন্ত র‍্যাব ১০,৯১৭ জনকে অস্ত্র সংক্রান্ত বিষয়ে গ্রেফতার করেছে এবং উদ্ধার করেছে ১৪,৭২৮টি বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র, ২,১৯,৪৮০ রাউন্ড গোলাবারুদ, ২৬,৬২৮টি ককটেল/বোমা/গ্রেনেড এবং ৫,৮৬০ কেজি বিস্ফোরক ও ৩৩৪টি ট্যাংক বিধ্বংসী উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন বিস্ফোরক। র‍্যাবের এ কর্মদীপ্ত অভিযানের ফলে দেশে অবৈধ অস্ত্রের ঝনঝনানি অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে এবং জনজীবনে শান্তি ফিরে আসছে।

চরমপন্থী দমনে ভূমিকাঃ দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা তথা কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, পাবনা, নাটোর, রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ ও মেহেরপুর এলাকায় একসময় চরমপন্থীদের অপতৎপরতা ছিল। সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, রাহাজানি, খুন লুটতরাজে অতিষ্ঠ ছিল সাধারণ জনগণ। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে র‍্যাব পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখে। র‍্যাবের অভিযানে গ্রেফতার হয় চরমপন্থী দলের শীর্ষ নেতারা এবং উদ্ধার করা হয় বিপুল পরিমাণ অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদ। ফলে এলাকার মানুষের মধ্যে ফিরে আসে শান্তির সুবাতাস ও স্বস্তির আবহ। নিরীহ জনগণকে চাঁদাবাজি আর লাল চিঠির দৌরাত্ম্য থেকে মুক্ত করার এ সাফল্য গাঁথা এখন এ অঞ্চলের মানুষের মুখে মুখে উচ্ছ্বসিত ও সূর্যের আলোর মত দেদীপ্যমান। ফলে দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল এখন একটি শান্ত জনপদের নাম। যার ফলে এ অঞ্চলের মানুষের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ফিরে এসেছে কর্মচাঞ্চল্য আর প্রাণের উচ্ছ্বাস। র‍্যাবের এ অবদান সত্যিই প্রশংসনীয় ও যুগোপযোগী।

তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ঃ র‍্যাবের অব্যাহত সন্ত্রাস বিরোধী কঠোর অভিযানে সন্ত্রাসীদের অপতৎপরতা রোধ করে তাদের আইনের আওতায় আনা হয়েছে। র‍্যাব বিগত ১৪ বছরে তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসীসহ মোট ১,৮৭,০৯৭ জন অপরাধীকে গ্রেফতার পূর্বক আইনের আওতায় আনতে সক্ষম হয়েছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ সংস্থা কর্তৃক সরকার ঘোষিত শীর্ষ সন্ত্রাসী ডাকাত শহীদ, পিচ্চি হান্নান, বড় জামাল, মুরুগী মিলন, আব্দুল মুমিন ওরফে লেংড়া মমিন, মাহবুব ওরফে সাইজ্যা মাহবুব প্রভৃতি ভয়ংকর সন্ত্রাসীসহ চিহ্নিত শীর্ষ সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে যা দেশের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যাপক অবদান রেখেছে। ফলশ্রুতিতে জনগণের মনে ফিরে এসেছে স্বস্তি ও নিরাপত্তাবোধ।

চাঞ্চল্যকর হত্যা ও অপহরণ সংক্রান্ত ঃ অপহরণ ও জিম্মি করে অর্থ আদায়ের ঘটনায় ভিকটিমদের উদ্ধার ও অপহরণকারীদের গ্রেফতার করে র‍্যাব অনন্য সফলতা দেখিয়েছে। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতাকে কাজে লাগিয়ে র‍্যাবের চৌকস গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে এ ধরনের অপরাধীদের গ্রেফতার করা সম্ভব হচ্ছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে এ পর্যন্ত ২৪৯৫ জন অপহরণকারীকে গ্রেফতার এবং ১৪৮৬ জন ভিকটিমকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। বিগত সময়ের ন্যায় বর্তমানেও চাঞ্চল্যকর অপহরণ ও হত্যাকাণ্ডের রহস্য উৎঘাটনে র‍্যাব সদা জাগ্রত। সাম্প্রতিক সময়ে চট্টগ্রামে অপহরণের ৫ ঘন্টার মধ্যে অপহৃত শিশু উদ্ধার, কাকরাইলে মা-ছেলেকে হত্যাকারী মূল আসামী এবং রংপুরে আইনজীবী রথীশ চন্দ্র ভৌমিকের হত্যাকারীদের সনাক্ত ও আটকের মাধ্যমে র‍্যাবের প্রতি জনগণের আস্থা উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

মানব পাচার রোধ ঃ সাম্প্রতিক সময়ে বিদেশে বাংলাদেশী শ্রমিকদের সুনাম ও চাহিদার ভিত্তিতে বিপুল পরিমাণ জনশক্তি বিদেশে গমন করছে। তাদের কষ্টার্জিত আয় আমাদের অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এ সুযোগে বাংলাদেশের এক শ্রেণীর অসাধু দালাল চক্র স্বল্প আয়ের মানুষদের প্রলোভন দেখিয়ে আর্ন্তজাতিক মানবপাচার চক্রের যোগসাজসে বিদেশে প্রেরণের নামে মানব পাচার করছে। এ ধরনের পাচারের শিকার সাধারণ জনগণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বনে জঙ্গলে কিংবা কোথাও কোথাও জিম্মি অবস্থায় মানবেতর জীবন যাপন করছে। এদের অনেকেই নির্যাতিত হয়ে মৃত্যুর মুখে পতিত হচ্ছে। এ চক্রটি প্রতারণার ফাঁদে ফেলে অনেক নারীদের বিদেশে পতিতাবৃত্তি করতে বাধ্য করছে। বাংলাদেশের অনেক নিরীহ লোকজন এরূপ প্রতারক চক্রের প্রতারণায় জায়গা জমি বিক্রি করে সর্বস্বান্ত হয়েছে। বাংলাদেশে অবস্থিত এ ধরনের গর্হিত অপরাধের সাথে যুক্ত মানব পাচারকারীদের আইনের আওতায় আনয়ন ও তাদের মূল উৎপাটনের লক্ষ্যে র‍্যাব সর্বদা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। র‍্যাব অদ্যাবধি মানবপাচার রোধকল্পে ১৯১ টি অভিযান পরিচালনা করে মানবপাচারকারী চক্রের ৫৭৭ জন সদস্যকে গ্রেফতার এবং ৭৯০ জন ভিকটিমকে উদ্ধার করেছে।

ভেজাল বিরোধী অভিযানে র‍্যাবের ভূমিকা ঃ ভেজাল খাদ্য, পানীয় ও ঔষধের বিরুদ্ধে র‍্যাব ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার মাধ্যমে যুগোপযোগী ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিচ্ছে। অদ্যাবধি খাদ্য, ঔষধ ও অন্যান্য পণ্যের ভেজাল সংক্রান্ত অপরাধে র‍্যাবের সহযোগিতায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে ১১,৯৫৮ টি মামলায় ১২২,০৯,৩৯,৬০৭.০০ (একশত বাইশ কোটি নয় লক্ষ উনচল্লিশ হাজার ছয়শত সাত) টাকা জরিমানা ও ১০,৮৩০ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণে র‍্যাবের এ পথচলা আনন্দের, গৌরবের ও প্রশংসার যা টেকসই উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করছে।

প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীদের গ্রেফতার ঃ সাম্প্রতিক সময়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস একটি গুরুতর অপরাধ জেনেও এক শ্রেণীর অসাধু চক্র সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ব্যবহার করে এসএসসি/দাখিল/এইচএসসি/আলিম এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা যেমন- সরকারি/বে-সরকারি চাকুরিতে নিয়োগ/স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সুকৌশলে ফাঁস করে চাকুরি প্রার্থী/ছাত্র/ছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকদের কাছ থেকে শর্ত সাপেক্ষে বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। এরূপ চরম সংকটপূর্ণ অবস্থায় প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীদের বিরুদ্ধে র‍্যাব সাঁড়াশি অভিযান পরিচালনা করে। পাশাপাশি গোয়েন্দা তৎপরতা বৃদ্ধি করে। ফলে ২০১৮ সালে এইচএসসি পরীক্ষার ভূয়া প্রশ্নপত্র ফাঁসকারী চক্রের ১০৫ জনকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব যা সর্বমহলে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে।

অন্যান্য ক্ষেত্রে র‍্যাবের সাফল্য ঃ র‍্যাব ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিকসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান উদযাপনে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা রক্ষায় দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণের সফরকালীন সময়ে ও আন্তর্জাতিক সভা-সমাবেশ এবং ক্রীড়া অনুষ্ঠানের সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্ব অত্যন্ত সুন্দর ও সুচারুভাবে পালন করে আসছে। যা বিশ্বের মাঝে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জল করেছে।

উপসংহারঃ র‍্যাব এর প্রতিটি সদস্য একটি সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে সর্বদা অঙ্গীকারাবদ্ধ। দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তথা সাধারণ জনগণের মাঝে স্বস্তির পরিবেশ বজায় রাখতে র‍্যাবের অকুতোভয় সদস্যরা সততা, নিষ্ঠা, প্রজ্ঞা, আন্তরিকতা ও দৃঢ়তার সাথে দেশপ্রেম বুকে নিয়ে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। ফলে জনগণের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হয়েছে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারা বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

১২ চৈত্র ১৪২৪
২৬ মার্চ ২০১৮

বাংলাদেশ পুলিশের একটি বিশেষায়িত ইউনিট র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)-এর ১৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এ বাহিনীর সকল সদস্যকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ দমন, চিহ্নিত সন্ত্রাসী গ্রেফতার, অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার, চরমপন্থি, জলদস্যু ও বনদস্যু গ্রেফতার, মানবপাচার প্রতিরোধ, মাদকদ্রব্য উদ্ধার ও ভেজালবিরোধী অভিযানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। নিরবচ্ছিন্ন অভিযানের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ জলদস্যু, বনদস্যু গ্রেফতার এবং জলদস্যুদের আত্মসমর্পণ ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের মাঝে আজ স্বস্তি ও প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে এসেছে।

বর্তমান সরকার র‍্যাবকে অত্যাধুনিক আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আধুনিক সরঞ্জাম এবং উন্নত প্রযুক্তি সংযোজিত করার ফলে এ বাহিনী সমৃদ্ধ হয়েছে। সম্প্রতি ঢাকার আশকোনায় র‍্যাব সদর দপ্তর নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এসবের ফলে র‍্যাবের সাফল্য উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমি আশা করি, এলিট ফোর্স র‍্যাব এর প্রতিটি সদস্য দেশপ্রেম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রেখে সততা, নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলার সাথে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন এবং সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও নাশকতা রোধে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব নিয়ে কাজ করবেন।

আমি র‍্যাব-এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

আসাদুজ্জামান খাঁন, এমপি
মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ পুলিশের একটি বিশেষায়িত ইউনিট র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)-এর চতুর্দশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে র‍্যাব ফোর্সেস এর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রাণঢালা অভিনন্দন। এ শুভলগ্নে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি দেশের আইনশৃঙ্খলা স্থিতিশীল রাখতে যে সকল র‍্যাব সদস্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। আমি তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই র‍্যাব ফোর্সেস এর প্রতিটি সদস্যই অদম্য সাহসিকতা, আন্তরিক প্রচেষ্টা, কঠোর পরিশ্রম, পেশাদারী মনোভাব এবং অকৃত্রিম দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে উৎকর্ষতার পরিচয় দিয়ে জনগণের আস্থা ও ভালবাসা অর্জনে সক্ষম হয়েছেন।

জঙ্গি ও সন্ত্রাস দমন, জ